//ARCHIVE/এবং..

FEBRUARY 2014

ফেব্রুয়ারী ১, ২০১৪

কলকাতা = বইমেলা

বইমেলা = little magazine

"ছোট গল্পের stall এ যাবনা তুই না এলে।"

ফেব্রুয়ারী ২, ২০১৪

'এই বরকত, একটু চর্বি দেখে দাও। না না, মেটে দিতে হবে না।'
'ও মশাই, একটু দেখুন না মীনরাশিটা কি বলছে? অর্থাগম আছে কি?'
'পঞ্চা, গরবার কিন্তু দুটো জুলপি সেম হয়নি। খেয়াল করে ছাঁটিস বাবা।'
'গিন্নি, বাড়িতে অ্যাণ্টাসিড আছে তো?'
'ও গো শুনছো, বড়দি রা সন্ধেবেলা আসছে, বিন্দেবনের দোকান থেকে পান্তুয়া নিয়ে এসো ফেরার পথে।'

Just another রোববার of a বং!

ফেব্রুয়ারী ৪, ২০১৪

বাগ দেবীর আরাধনায় আজ বাসন্তী শাড়ী পড়া নারীদের দেখে বাক রুদ্ধ হওয়ার দিন।।

" জয় জয় দেবী চরা চর সারে ।। কুছ যুগ শোভিত মুক্তা হারে..."Just another রোববার of a বং!

ফেব্রুয়ারী ৫, ২০১৪

বিকেলে টিভিটা চালিয়ে দেখা গেল, অবাঙালী নেতা কাগজ দেখে এবং মহাবিক্রমে আঙুল নেড়ে বক্তৃতার ঢঙেই বলছেন, আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস-শর্বরী, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি...। (কোন এক অজ্ঞাত কারণে হানি আলকাদি থেকে শাহরুখ খান সবারই এটা ফেভারিট।) আমরা, অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব জোরসে হাততালি দিই।

'আরিশ্লা,কি সুন্দর বলছে দ্যাখ। বাঘের বাচ্চা।'

ট্রাফিক সিগন্যালের ঠিক ওপরে যন্ত্র হয়ে বসে থাকেন আমাদের রবিঠাকুর। হুশ করে পেরিয়ে যায় নামিদামি গাড়ি, ট্যাক্সি, বাস, ক্লান্ত মানুষ।

যন্ত্র গায়, '*তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি*'।

ফেব্রুয়ারী ৭, ২০১৪

বাঙালী যুবকের ঘুম থেকে উঠে বাজারের ফুলের দোকানে যাওয়ার হিড়িক।।

"কাকা একটা দেখে শুনে তাজা দেখে গোলাপ দাও তো।।"

জনৈক প্রেমিকের বুক দুরু দুরু. প্রেমের season এর এই তো শুরু..

"- Boss এই বছর একটা প্রেমিকা তুলতেই হবে।।"
"- বেশি বাতেলা না মেরে সাহস থাকে তো ফার্স্ট ইয়ারের কোন রূপসী কে একটা গোলাপ অন্তত দে দেখি।।"

সকল Bong ও বাঙালী কে Rose Day এর শুভেচ্ছা!

ফেব্রুয়ারী ৯, ২০১৪

আমার শহরে কয়েক হপ্তা আগে একটা মাঝারি অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেল। সন্ধ্যের বাজার তখন ধীরে ধীরে ঘন হয়ে আসছে। রেলস্টেশনের পাশে শহরের সবচেয়ে জমজমাট জায়গায় কিছু বেআইনি ফাস্ট ফুডের ঝুপড়ি দোকানে লাগলো আগুন। গ্যাস সিলিণ্ডার ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থের বিপুল সমাহারের কারণে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল আগুন। আধ ঘন্টার মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে গেল দশ বারোটি দোকান। দমকল এসে আগুন নেভায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।কেউ হতাহত হয়নি।

এ তো গেল নিউজ রীডারের ভাষ্য।

কিন্তু সেদিন দমকল আসার আগেই জড়ো হয়ে গিয়েছিলেন বেশ কিছু মানুষ।আমারই সহনাগরিক। ট্রেন ধরতে এসে বা ট্রেন থেকে নেমে বা রোল-মোগলাই খেতে এসে বাড়ি ফেরার পথে এই লাইভ সার্কাস দেখার সুযোগ মিস করেননি। তখন দাউদাউ জ্বলছে আগুন। অন্তত জনা পঞ্চাশেক মানুষের রুটিরুজি দলা পাকিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে। রোলের দোকানের সঞ্জীব আর চাউমিনের দোকানের ইমরান (নাম পরিবর্তিত) পাগলের

মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। জলের আশায়, বাঁশ দিয়ে ভাঙার ব্যর্থ চেষ্টায়। আর আমার বন্ধুরা? তারা কেউ পালিয়ে যান নি। নিরাপদ দূরত্বে আগুনের ব্যাকগ্রাউণ্ডে তখন উত্তোলিত হয়েছে সারি সারি হাত। সব্বাই পকেট থেকে বের করেছেন স্মার্ট ও আনস্মার্ট ফোন। রেকর্ড করে রাখছেন এই অভূতপূর্ব তামাশা। গিন্নি ফোন করছেন কর্তাকে, 'এই তোমার ডিএসেলারটা শিগগির নিয়ে এসো।' বন্ধু তার বন্ধুকে, 'ব্লুটুথে পাঠা জলদি, অমুক গ্রুপে পোস্ট করতে হবে।' 'ও দাদা, হাতটা নিচু করুন, আমার ক্যামেরায় আসছে না।' 'হরিবল' লিখে শেয়ার করছেন তরুণী, লাইক কুড়োচ্ছেন অগুন্তি। তাদের সমবেত গুঞ্জনে ম্লান হয়ে যেতে থাকে সঞ্জীব আর ইমরানের আর্ত চিৎকার। আমার ভেবে ভালো লাগে, আমার শহরবাসী আর ডরপোক নয়, আগুন দেখে পালিয়ে যায় না। কিন্তু তারা এখন সবাই একেকটা জলজ্যান্ত গণমাধ্যাম, খাঁটি বাংলায় মিডিয়া।

ফেব্রুয়ারী ১০, ২০১৪

হায় বাঙালী...

‘প্রগতির গুঁতোয়’ নিজের ময়দানি ‘সবুজ কনফিডেন্স’ টাকেও গুড়িয়ে দিলে? বইমেলার মত ‘অপ্রয়োজনীয়’ উৎসবকে ভিটে মাটি ছাড়া করিয়ে বিনি পয়সার মোচ্ছব কে রেখে দিলে বুক ভরে? সব বোদ্ধা বুদ্ধিGB দের দেখা নেই কেন?

ফেব্রুয়ারী ১১, ২০১৪

আমরা বাঙালীরা আজব চিড়িয়া বটে কাকা। কোথাকার কোন সাহেব তার ছবি তে সাড়ে তিন মিনিট কলকাতার জন্য বরাদ্দ রেখেছিল বলে এখনো দাঁত ঠোঁটের আড়ালে যাচ্ছেই না। হাল্ক না কি যেন নামের এক সাহেব ডাক্তার নাকি কলকাতায় লুকিয়ে রয়েছে, তাই নিয়ে তাবৎ দুনিয়ার চরকি পাক। তারপর যখন শেষমেশ কলকাতার দৃশ্য এল... তখন আমাদের সেকি দাঁত বেরনোর ধুম, স্লাম ট্যুরিজমের সেই সুন্দর ৩ মিনিটের পর এঁদোগলি আর অন্ধকার ঝুপড়িঘর দেখিয়ে বললাম ," দেখলি? কেমন করেছে? উফফ ওরাই পারে এসব... আর্ট আর্ট! "

ফেব্রুয়ারী ১৯, ২০১৪

একটা শীত, এবং...

সৌরভ গাঙ্গুলি যখন টিম এ আবার ফেরত এলেন, বাঙালীর মনে একটা "উহু উহু" ব্যাপার দেখা দিল। এহেন বাঙালী যারা কিনা সব কিছুর ‘কামব্যাক’-এ বিশ্বাসী (সে বুড়ো বয়সে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা হোক কি গাঙ্গুলির) তারাই কিনা শীতের এই কন কনে হাওয়া নিয়ে কাব্যি করবেন এটা তো যানা কথা। শহুরে শীত বইমেলার ঘণ্টা বাজিয়ে বিদায় নিল,সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ফেস বুক এর স্ট্যাটাস আপডেট "ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়...।", ব্যাগরা দিল কোথাকার কোন পশ্চিম বায়ু। কি জ্বালা...শীত,ফাল্গুন এর সাথে যোগ হল বর্ষা। সেই তুলে রাখা গরম কাপড় গুলো আবার বার করো রে, রোদে দাও রে, সবে কিনা গাছে গাছে নতুন পাতা ধরেছে, প্রেমিক প্রেমিকা ময়দানে "হাতে হাত ধরি ধরি", এর মধ্যেই দিলে তো সব নষ্ট করে? (চক্রান্ত ছাড়া আর কি বলব বলুন)... নাও যাও এবার ময়দানে। ময়দানি বাদামলার কাগজে ছবি ছাড়া কিছুই থাকে না। শুনুন দাদা, এমনিতেই শীতের ফাঁকিবাজি তে এবারে

অনেকের পিকনিক লাটে উঠেছে, একটু শান্তিতে শীতটা ফিল করতে দিন। ভুরু কুঁচকে বসে না থেকে যান "অভিশপ্ত নাইটি" দেখে আসুন, জানি নাইটি নামটাতেই একটা গা-গরম করা ব্যাপার আছে, আরে শীত নিয়ে তো আপত্তি, শীত টা কাটলেই তো হল।সবে বইমেলা শেষ হয়েছে, যা না পরবেন তার থেকে বেশি বই কিনেছেন, সেগুলো শেষ করুন। আরে শীতের ও তো একটা মতামত আছে নাকি।।তার ও তো মনে হতেই পারে "যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?"

ফেব্রুয়ারী ২১, ২০১৪

আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে পর্যন্ত আমার কাছে বাংলাটা বিশেষ হাস্যকর ছিল না। সালোকসংশ্লেষ বলতে জিভ জড়িয়ে যেত না। অপেক্ষক, সম্বন্ধ, অবকলন, সমাকলন, সমত্বরণে গতি, আধুনিক পদার্থবিদ্যা, চক্রবৃদ্ধি সুদ শব্দগুলো উচ্চারণ করতে বা লিখতে সমস্যাই হয়নি কখনো। আমার সৌরীন দে, আমার কে সি নাগ আমার নিজের ভাষায় পড়তে শিখিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত তখনও সিআরডিজি হয়ে যাননি। সদ্য চালু হওয়া বাংলা মিডিয়াম স্কুলের ইংরিজি বিভগের বন্ধুদের ঠাট্টা করতাম, ইংলিশে হেসে দেখা! আমাদের পরিভাষাগুলোই যে একদিন ঠাট্টার বিষয় হয়ে উঠতে পারে, খেয়াল হয়নি কোনদিন। আজ ছাত্র পড়াতে গিয়ে নিজেরই অদ্ভূত লাগে সাদা পৃষ্ঠায় লেখা সমকোণী ত্রিভুজ, বর্গমূলের নিয়ম শব্দগুলো। দেখতে পাই আমারই প্রতিবেশী দেশের বন্ধুরা কত সহজে মোবাইলকে মুঠোফোন বলে, ওষুধের পাতায় বাংলায় বানান করে লেখে প্যারাসিটামল। আর আমার আস্তাকুঁড়ে অপেক্ষকের মত পড়ে থাকে সমকোণী ত্রিভুজ আর স্বসম সম্বন্ধ। মনে হয়, বাংলা ভাষাটা আমার ওপারের বন্ধুদের কাছে এতোটা হাস্যকর নয় বোধ হয়।

ফেব্রুয়ারী ২৩, ২০১৪

‘বাপের সম্পত্তি’ বলে যা ইচ্ছে করবেন নাকি মশাই?

* জনৈক চিত্রপরিচালক কে...
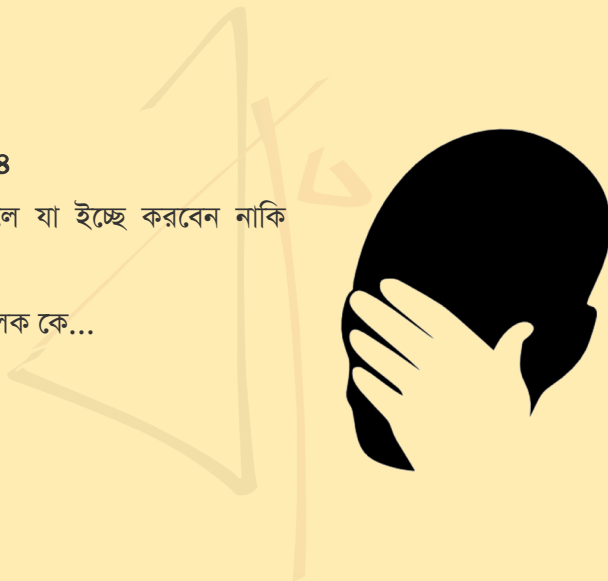
ফেব্রুয়ারী ২৪, ২০১৪
তা ম্যাট্রিকে কত পেয়েছিলে?

বং হইয়া জন্মিয়াছ যখন,চোখে ছানি, কোমরে বাত, বাঁধানো দাঁত-বেলা অবধি এই প্রশ্ন শুনে যেতে হবে। সে তুমি এম এ, বি এ, এল এল বি, এম বি বি এস, বি এড, এফ আর সি এস মায় পদবীর পরে ছাব্বিশটা অ্যালফাবেট বসুক না কেন।

আজ থেকে শুরু বাঙালীর সেই প্রিয়তম পদিক্ষে।

সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ দইয়ের ফোঁটা চর্চিত বিপুল টেনশনিত হৃদয়ের পরীক্ষার্থীদের জন্য রইল আমাদের শুভেচ্ছা।

ফেব্রুয়ারী ২৫, ২০১৪

যাদবপুর

Na

শান্তিনিকেতন?

ফেব্রুয়ারী ২৬,২০১৪

‘দিন দুপুরে’ খসে যাওয়া ‘হলুদ পাখির পালক’, সাথে কিছু রঙ বাহারি ‘লাল নীল দেশলাই’।’আষাঢ়ে গল্প’ হলেও, ‘ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প’ থাকে ‘পদি পিসির বর্মিবাক্স’-ই।

লীলা মজুমদারের জন্মদিনে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ফেব্রুয়ারী ২৮, ২০১৪

আজ সকালের আনন্দ-প্লাস-এর প্রথম ও দ্বিতীয় পাতায় জনৈক অভিনেত্রীদের লজ্জা-বস্ত্র ত্যাগের ছবি সহ নমুনা।। শেষের পাতায় ছুড়ে ফেলা ঠোঙার মত অবহেলায়, প্রাক্তন ফেলুদা।

Excellent strategy to sell the product,resulting in draining the intellect and greeting the dumbness...

#frustrated বাঙালী